শ্রী প্রোডাকসন্স-এর দ্বিতীয় নিবেদন

আলোর ঠিকানা

: চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
বিজয় বসু

: সঙ্গীত :
নচিকেতা ঘোষ

কাহিনী - আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অতিরিক্ত সংলাপ - প্রেমেন্দ্র মিত্র। চিত্রগ্রহণ - অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। সম্পাদক ও সহযোগী পরিচালক - প্রণব ঘোষ। শিল্প নির্দেশনা - প্রসাদ মিত্র। গীত রচনা - প্রণব রায়। নেপথ্য কণ্ঠ - আশা ভোঁসলে, আরতি মুখার্জি - মান্না দে। সঙ্গীত গ্রহণ ডি. ও. বানশালী (ফেমাস স্টুডিও, বম্বে) ও মিঃ শর্মা (বম্বে ল্যাবরেটরী)। শব্দগ্রহণ - নৃপেন পাল, অনিল নন্দন। শব্দপুনর্যোজনা - শ্যামসুন্দর ঘোষ। আবহ সঙ্গীত গ্রহণ - সত্যেন চ্যাটার্জি। সর্বাধ্যক্ষ - প্রণব বসু। বাবস্থাপনায় - মহাদেব সেন, বীরেন মুখার্জি। রূপসজ্জা - গোপাল হালদার। নায়িকার রূপসজ্জা - ভীম নস্কর। কেশবিন্যাসে - মিস্ সান্দ্রা। সাজসজ্জা - অশোকা রায়। প্রচার - ফণীন্দ্র পাল। প্রচার শিল্পী - পূর্ণজ্যোতি। পরিচয় লিখন - দিগেন স্টুডিও। স্থিরচিত্র - এড্না লরেঞ্জ।

: সহযোগীবৃন্দ :

পরিচালনায় - শংকর রক্ষিত, এন. রায়। সঙ্গীতে - ভি. বালসারা, সুমিত মিত্র (বম্বে) চিত্র গ্রহণে - শান্তি গুহ, দুর্গা রাহা, যুগল সরদার। সম্পাদনায় - সুনীল ব্যানার্জি। শিল্প নির্দেশনায় - সুরথ দাস। শব্দ গ্রহণে - জুগারাম। শব্দপুনর্যোজনায় - জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলানাথ সরকার। রূপসজ্জায় - শম্ভু দাস, বিজয় নন্দন। সাজসজ্জায় - কেদার শর্মা। ব্যবস্থাপনায় - বিজয় দাস, ভগীরথ চক্রবর্তী। পরিস্ফুটনে - অবনী রায়, রবীন ব্যানার্জি, পঞ্চানন ঘোষ, ফণীভূষণ সরকার। আলোকসম্পাতে - সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, বেণু দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং। মঞ্চসজ্জায় - মণি সরদার, ননী সরদার, সুশীল বসু।

: ভূমিকায় :

উত্তমকুমার - অপর্ণা সেন

অনিল চ্যাটার্জি, উৎপল দত্ত, তরুনকুমার, কল্যাণ চ্যাটার্জি (অতিথি), ছায়াদেবী, সুলতা চৌধুরী, শমিতা বিশ্বাস, শিবানী বসু (অতিথি), মিস্ শেফালী, অজয় ব্যানার্জি, আনন্দ মুখার্জি, নিমু ভৌমিক, গোপেন মুখার্জি, বিশু চ্যাটার্জি, মণি শ্রীমাণী, অর্দ্ধেন্দ ভট্টাচার্য, রসরাজ চক্রবর্তী, নিমাই দত্ত, শম্ভু ভট্টাচার্য, বীরেন গুহ, সুশীল দে, মালবিকা মুখার্জি, রীতা দাসগুপ্তা, রীতা দাস ও সন্ধ্যা লাহা।

: কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন :

বিনোদ সারোগী, সেবাব্রত গুপ্ত, নির্মলকুমার, ব্রহ্মচারী, সর্দারমল কাঙ্কারিয়া, সত্যনারায়ণ খাঁ, মঞ্জু পার, ইণ্ডিয়া অটোমোবাইলস্ লিঃ, অটো ডিস্ট্রিবিউটরস্ লিঃ (চৌরঙ্গী), ফিল্মস্ সার্ভিসেস, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রসাদ।

—বিশ্ব পরিবেশনা—

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিমিটেড

মা-বাপ মরা মেয়ে দীপিকা। ডাক নাম দীপু। মা-বাবা মারা গেলেও জ্যাঠাইমা অর্থাৎ দীপিকার বড়মার চোখের মণি সে।

বড়মার শিক্ষায় আর বাড়ির ঐতিহ্যানুযায়ী সে কিশোরী থেকে যুবতী হয়। বয়সের ধর্ম অনুযায়ী তার জীবনে পুরুষের পদপাত শুরু

হয়ে যায়। কিন্তু সতর্ক চালাক দীপিকা বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষদের চিনে নেয়। তার চোখে সব পুরুষই লোভী ও কাপুরুষ বলে প্রতিভাত হয়।

শরীর ঠিক রাখবার জন্য বাড়ীর নিভৃতে সে ব্যায়াম করে। একই সঙ্গে পড়াশুনায় দীপিকা এক পরিণত নারীতে রূপান্তরিত হয়। যে নারীর হয়তো তেমন রূপের কোনো ঝলক

নেই, কিন্তু শরীরের মাধুর্য দীপ্তি আর স্মার্টনেশের জন্য সবার মন কাড়তে থাকে সে। সমস্ত পুরুষের চোখে আকর্ষণীয়া হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে দীপিকা এম-এ পাশ করে।

ইতিমধ্যে সংসারে আসে আর একটি নারী। মাধুরী। দীপিকার মেজদার বউ। মেজদা প্রেম করেই বিয়ে করল। মেজদার শ্বশুর হল অ্যাটর্নী। তিনি এবার মেজদার একজন অভিভাবক হয়ে

দাঁড়ালেন। ছোড়দা অর্থাৎ বড়মার ছোট ছেলে প্রদীপ মেজদার বিয়ের পরেই মাধুরীর ছোট বোনের সঙ্গে জুড়ে গেল। কিন্তু বড়মা এই বিয়েতে আপত্তি করেছিলেন। এদিকে বাড়িতে দীপিকার কর্তৃত্ব আর আধিপত্যে মাধুরী তাকে হিংসা করা শুরু করল! বড়মা দীপিকারও বিয়ে দিতে চাইলেন। দীপিকার বিয়ের বয়স যথেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কুষ্ঠি বিচার করে দেখা গেল ছাব্বিশ বছরের আগে বিয়ে দিলে তার বৈধব্য যোগ আছে। ফলে বিবাহে অনিচ্ছুক দীপিকা কিছুদিনের জন্য রেহাই পেল।

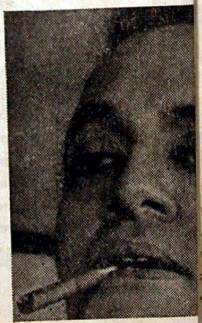

দীপিকার বিবাহে অনিচ্ছার কারণ পুরুষ সম্পর্কে তার মানসিক ধারণা। তাছাড়া এম-এ পাশ করে সে-ও তাদের ব্যবসা সংস্থায় ঢুকে পড়েছিল। ব্যবসার খুব উন্নতি হচ্ছিল তার যোগদানের ফলে। বড়মা ওর এই কাজ করা পছন্দ করতেন না কিন্তু সংস্থার তিনজন পরিচালকই চায় দীপিকা প্রতিষ্ঠানে কাজ করুক ফলে বড়মার আপত্তি তেমন টেঁকেনি। তাছাড়া বড়মা দীপিকার ইচ্ছায় কোনো বাধা দিতে পারেন না। দীপিকার অফিসের

চারজন কর্তা। দীপিকা, দীপিকার দুই দাদা আর বড়মার বোনের ছেলে সুবলদা। দীপিকার বাবাই সুবলদাকে নিজেদের ব্যবসায়ে বসিয়ে যান। সুবলদা চৌখস ছেলে। দেখতে দেখতে সেই সংস্থার পরিচালক হল। দীপিকা এই সুবলকে আদর্শ পুরুষ বলে মনে করত। সুবলদার কর্মতৎপরতা চালচলন, কথাবার্তায় দীপিকা ছিল মুগ্ধ। এই ভাবেই দিন কাটছিল।

ব্যবসায়ে ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছিল আর দীপিকা ক্রমান্বয়ে ডুবে যাচ্ছিল তার ভেতর। এমন সময় এক অঘটন ঘটল।

যা দীপিকার মনে এক আসন্ন ঝড় তুলল।

এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির প্রতি কটাক্ষপাত করে একটি দৈনিক পত্রিকা দীপিকাকে উপলক্ষ্য করে প্রচার সংস্থার মধ্যে মধুচক্র বাসা বেঁধেছে, এমন ধরণের একটি প্রবন্ধ লিখল।

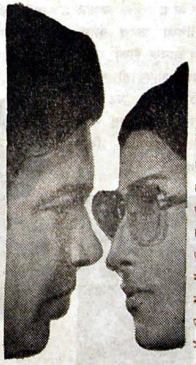

খবরটা রটে যাওয়াতে ওদের ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিল। বিরাট এক পার্টি সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধের হুমকি দিল। এই অবস্থায়

উন্নতির পথ দেখালেন সুবলদা। তিনি জানালেন ওই কাগজ মহলে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্টতা আছে। তাকে সে আনতে চায় যাতে ভবিষ্যতে এরকম কোন কাণ্ড না ঘটে। সবাই সুবলদার কথায় সায় দিল কিন্তু এই লোকটার প্রথম দিনের আবির্ভাব এমনভাবে ঘটল যাতে দীপিকা তার উপর চটে গেল। দীপিকা একটা পার্টিতে যাওয়ার জন্য যখন নিজের ঘরে প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত তখন এই কাগজের লোকটি দরজা খোলা পেয়ে উপস্থিত হল সেখানে।

দীপিকার ব্যায়াম আর প্রসাধনের সময় অঙ্গভঙ্গী সে লুকিয়ে সব কিছুই দেখল।

দীপিকা এমন বেহায়া লোক জীবনে দেখেনি। লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আমার নাম শুদ্ধসত্ত্ব অধিকারী। সুবলদা আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন, তবে তাঁকে দেখছি না, বড়মা আমাকে বসিয়ে রেখে বোধ হয় খাবার-টাবার আনতে গেছেন।

হয়তো সে সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতো বড়মা না এসে পড়লে। দীপিকা ওর মুখের ওপর

দরজা বন্ধ করে দিল শুদ্ধসত্ত্ব সেদিন থেকে যেন আঠার মত লেগে রইলো দীপিকার পেছনে।

আর সংস্থার এমন অবস্থা শুদ্ধসত্ত্ব ছাড়া চলবে না। একটা না একটা মুস্কিল আসান করছে সে।

দীপিকা এতে আরো অপমানিত বোধ করে। শুদ্ধ অধিকারী যেন ওর পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করে। এর মধ্যে বড়মা অসুস্থ হয়ে পড়েন! দীপিকার

আলোর ঠিকানা

সবচেয়ে আদর্শ পুরুষ সুবলদার কিছু ষড়যন্ত্র ধরা পড়ল। সে চেয়েছিল দীপিকাকে ব্যবসায়ে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে।

বড়মা মারা গেলেন। দীপিকা শূন্য হয়ে পড়ল। ব্যবসা থেকে অ্যাটর্ণী শ্বশুরের বুদ্ধিতে দীপিকাকে সরানো হল! সে শুধু চল্লিশ হাজার টাকা পেল। মনের দুঃখে দীপিকা ঘর ছাড়ল। মাস্টারী নিল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে। এই সময় শুদ্ধ অধিকারী যথারীতি আসছিল। একদিন কথায় কথায় দীপিকা তাকে বলল, সে অনেক টাকা চায়। শুদ্ধ অধিকারী বলল, ঠিক আছে যত টাকা চাও পাবে কিন্তু কথা দাও আমাকে বিয়ে করবে।

দীপিকা কথা দিল। শুদ্ধ অধিকারী তখন অসৎ অর্থ উপার্জনের জন্য বাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল।

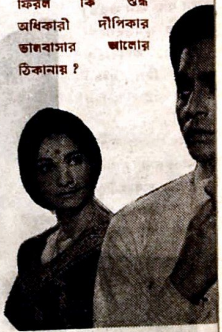

দীপিকা অবাক হয়ে গেল শুদ্ধ অধিকারীর প্রচণ্ড ক্ষমতা দেখে। কি প্রচুর অর্থ। অর্থের নেশায় লোকটা পাগল। দিনরাত মদ খাচ্ছে। আর পয়সা হাতড়াচ্ছে। দীপিকা বুঝল সে চরম সর্বনাশ করেছে এই লোকটার মাথায় পয়সার নেশা চাপিয়ে। দীপিকা নিজে ওকে ফেরাতে চাইল।

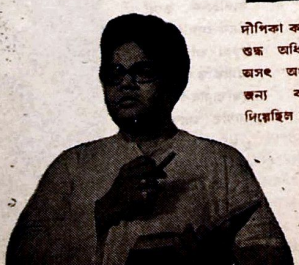

ফিরল কি শুদ্ধ অধিকারী দীপিকার ভালবাসার আলোর ঠিকানায়?

সংগীত

(১)

বল বল তোমার কুশল শুনি—
তোমার কুশলে কুশল কুশল মানি।
বঁধু আমার দুঃখ কিছু না গনি
তোমার কুশলে কুশল মানি।

(২)

ফিরে এস সখা ফিরে এস।
ওগো অন্তরতম ফিরে এস,
ওগো বাঞ্ছিত মম ফিরে এস,
আমার সুখে এস, দুখে এস,
আমার বুকে ফিরে এস ॥

ফিরে এস ওগো অন্তরতম, পথ চাওয়া হোক শেষ।
আঁধার-রজনী পার হয়ে এস, এই ত, আলোর দেশ ॥
কত যে দিন আসে, কত যে নিশি যায়,
জীবনে প্রেম তবু রহে প্রতীক্ষায়,
আমার জীবনে আমার ভুবনে তোমারি স্বপ্ন-আবেশ ॥
ফিরে এস ওগো ফিরে এস তুমি—

এখানে স্বর্গ, এখানে শান্তি,
মুছে যাবে সব পথের ক্লান্তি,
দু'হাত বাড়ায়ে রয়েছি দাঁড়ায়ে, দু'টি আঁখি অনিমেষ ॥
ফিরে এস ওগো—

(৩)

ছেলে ভালো যদি লাগে ত' বললেই হয়।
বাঁকা ছেড়ে সোজাপথে চললেই হয়।
রাগে-অনুরাগ রং যদি লাগে,
সোজাসুজি প্রেম তবে করলেই হয় ॥

মেয়ে : থাক্ না, থাক্ না, থাক্ না
প্রেম করা অত সোজা নয়।

ছেলে : তোমাদের রীতিনীতি জানা চিরকাল,
ভেতরে মিষ্টি আর বাইরেটা ঝাল,
লীলাময়ী রাণি লীলা জানি
মনটা লুকিয়ে রেখে মুখে অভিনয় ॥

মেয়ে : থাক্না, থাক্না, থাক্না,
প্রেম করা অত সস্তা নয় ॥

ছেলে : ভালো যদি লাগে ত' বললেই হয়।

মেয়ে : আমাদেরও জানা আছে তোমাদের প্রেম,
খেয়ালের খেলা সে যে— দু'দিনের 'গেম'
নই অত বোকা যে দেবে তুমি ধোকা
জীবনটা সিনেমার নাটক ত' নয় ॥

ছেলে : জানিগো, জানিগো, জানিগো,
তাও কি আমার দেরী সয় ॥
রাগে-অনুরাগে রং যদি লাগে,
সোজাসুজি প্রেম তবে করলেই হয়।
ভালো যদি লাগে ত' বললেই হয় ॥

(৪)

রংবাহারী এই জীবনে রঙের ঝলক দেখতে চাও?
অনেক মধু, অনেক নেশা, অনেক মজা লুটতে চাও?
বলো না লজ্জা কিসের? চলোনা লুটতে যাই ॥

গোলাপ ফোটে ত' অলি ছাড়া কেউ জানে না,
ভালো লাগে ত' যৌবন কিছু যে মানে না,
যৌবনেরি বাদশা হ'য়ে বাঁচতে চাও?
বলো না লজ্জা কিসের? বলো না বাঁচতে চাই ॥

আগুন জ্বালানো নেশার পিয়াসী বল' কে
তনুর গেলাসে রূপের নেশা যে ছলকে।
আজকে রাতে সেই নেশাতে ডুবতে চাও?
বলো না লজ্জা কিসের? চলোনা ডুবতে যাই ॥

মুদ্রণে : প্রিণ্টওরিয়েণ্ট এণ্ড কোং, ৬২/১৬বি বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জাহ্নবী চিত্রমের দ্বিতীয় নিবেদন

সমরেশ বসু

রচিত

শ্রেঃ সৌমিত্র · অপর্ণা · উৎপল

পরিচালনা · সলিল সেন

সঙ্গীত · নচিকেতা ঘোষ

চণ্ডীমাতা
ফিল্মসের
যে সব ছবি
আসছে

তরুণ মজুমদার

পরিচালিত

কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত

রাধারাণী পিকচার্সের

ষষ্ঠ নিবেদন

কাহিনী · বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত · হেমন্ত মুখার্জি

রূপায়ণে · সন্ধ্যা · অনুপ · শমিত

লিলি · চিন্ময় · সুলতা · রবি ঘোষ · হরিধন